



এসো নিরাপদে পথ চলি

শিশুদের সড়ক নিরাপত্তা নির্দেশিকা



এসো নিরাপদে পথ চলি

প্রকাশক



ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
নগর ভবন, ঢাকা -১০০০

গ্রন্থসত্ত্ব



দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই)
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

লেখক

ডঃ এস এম সোহেল মাহমুদ
সহযোগী অধ্যাপক
দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বুয়েট
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়



প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মো: মিজানুর রহমান
প্রাক্তন পরিচালক, দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বুয়েট

সম্পাদনা

শাহনেওয়াজ হাসানাত-ই-রাব্বি, সহকারী অধ্যাপক, এআরআই, বুয়েট
ডঃ মো: আসিফ রায়হান, সহকারী অধ্যাপক, এআরআই, বুয়েট
কাজী সাইফুন নেওয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, এআরআই, বুয়েট
শেখ আমিরুল ইসলাম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, এআরআই, বুয়েট

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আনিকা তারানুম আলম, জুনিয়র আর্কিটেক্ট
প্রেমা নন্দী, জুনিয়র আর্কিটেক্ট
ডঃ এস এম সোহেল মাহমুদ, এআরআই, বুয়েট

সূচিপত্র

ভূমিকা	৩
সড়ক একটি বিপজ্জনক স্থান	৪
এসো রাস্তা চিনি	৬
রাস্তা বা সড়কের প্রকারভেদ	৬
গ্রামীণ সড়ক	৬
শহরের/আরবান সড়ক	৭
এসো রাস্তা চিনি	১১
জাংশন	১১
ফুটপাথ	১৩
জেব্রাক্রসিং	১৪
পথচারী রিফিউজ	১৫
রেলক্রসিং	১৫
ওভার পাস/আন্ডার পাস	১৬
ট্রাফিক সাইন	১৬
ট্রাফিক সিগন্যাল	১৮
রাস্তার মার্কিং	১৯
ট্রাফিক পুলিশ	২০
নিরাপদে রাস্তায় হাঁটার নিয়ম	২১
নিরাপদে রাস্তা পারাপারের নিয়ম	২৩
যেসব স্থানে রাস্তা পার হবে না	২৭
পথচারী পারাপার চিনি	২৮
তোমাকে দেখতে পারা	২৯
নিরাপদে সাইকেল চালানো	৩০
সাইকেল চালনার সময়	৩২
যাত্রী হিসেবে সতর্কতা	৩৩
রিকশা	৩৩
বাস	৩৩
প্রাইভেট কার	৩৫
দুর্ঘটনা ঘটতে দেখলে কি করণীয়	৩৭

ভূমিকা

পৃথিবীব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনা শিশুদের মৃত্যু ও হতাহতের অন্যতম প্রধান কারণ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় এই শিশু মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েক গুন বেশী। প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক, সড়ক দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর শতকরা প্রায় ২১ ভাগ ১৮ বছর বা তার নিচের বয়সের শিশু। অথচ উন্নত দেশে এই হার শতকরা চার ভাগের বেশি নয়। সড়কের অবকাঠামো ও পরিবেশের ক্রটির সাথে সাথে শিশু ও অভিভাবকের জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব এই সমস্যার একটি অন্যতম কারণ। শিশুদের সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার প্রত্যয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় - এর সার্বিক সহযোগিতায় ও উদ্যোগে দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'এসো নিরাপদে পথ চলি' নামের এই পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকটি চতুর্থ শ্রেণী বা তদুর্ধ্ব ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ সড়কের জ্ঞান আহরনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী বা তার নিচের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুধুমাত্র একটি নির্দেশনা, আর তা হল তারা যখনই সড়কে বা রাস্তায় বের হবে তখনই পিতামাতা বা অভিভাবকের হাত ধরে থাকবে। কখনই একা সড়কে বা রাস্তায় বের হবে না। তবে তারা যেহেতু এখনও নির্দেশনা মনে রাখা বা সে অনুযায়ী পালন করার মত যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন নয়, তাই এই নির্দেশনাটি তাদের অভিভাবকেই বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিশেষে, শিশুদের সড়ক নিরাপত্তায় ডিটিসিএ ও এআরআই-এর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করবে এবং কিছুটা হলেও সড়ক নিরাপত্তায় সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি। সড়কে আর কোন মৃত্যু নয়, এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যয়।



সড়ক একটি বিপজ্জনক স্থান

সড়ক বা রাস্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক এক স্থান। এখানে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন বা গাড়ি চলাচল করে যেমন, দ্রুতগতির ভারী যানবাহন বাস, ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্রেইলর, কার ইত্যাদি। আবার সাথে সাথে কম গতিসম্পন্ন হালকা গাড়ী যেমন টেম্পু, অটো, মোটরসাইকেল ইত্যাদিও চলাচল করে। এছাড়া আরো কিছু অযান্ত্রিক গাড়ি যেমন বাইসাইকেল, রিকশা ইত্যাদি চলাচল করে। এসব বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মধ্যে প্রায়ই বিবিধ কারণে একটির সাথে অন্যটির সংঘর্ষ হয়। ফলে অনেক মানুষ হতাহত হয়। পাশাপাশি অনেক যানবাহন ও মালামালের ক্ষতি হয়। রাস্তার দুপাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে অনেক মানুষও চলাচল করে, তাদেরকে বলা হয় পথচারী। এই পথচারীকে আবার রাস্তার একপাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হতে হয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটা বা পারাপারের সময় প্রায় প্রতিদিনই পথচারী ও যানবাহনের মাঝে সংঘর্ষ হয়। ফলে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে পঙ্গু বা আহত হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে। তাই মনে রাখতে হবে রাস্তা একটি বিপজ্জনক স্থান। একটু অসতর্কতায় অনেক ধরনের বিপদ হতে পারে। আর এ সমস্ত কারণে সড়কে বা রাস্তায় নামার পূর্বে নিরাপদে চলার নিয়ম-কানুন জানতে হবে এবং সর্বদা তা মনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে চলাচলের সময় একটু অসতর্কতায় বড় ধরনের বিপদ হতে পারে।



এসো রাস্তা চিনি

রাস্তা বা সড়কের প্রকারভেদ-

অঞ্চল ভেদে রাস্তা বা সড়ককে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

- ১। গ্রামীণ সড়ক
- ২। শহরের সড়ক

গ্রামীণ সড়ক

গ্রামীণ সড়ক আবার কয়েক প্রকার হয়। এ গুলোর মধ্যে যেমন বড় রাস্তা আছে তেমনি ছোট রাস্তাও আছে। বড় রাস্তাকে মহাসড়ক বা হাইওয়ে বলে। এই সড়কে সাধারণত অনেক দ্রুতগতির (যেমন ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার বা তার বেশি) দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল করে। তাই ছোট, হালকা বা কম গতিসম্পন্ন গাড়ি এবং পথচারীর জন্য এই সড়ক ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। (নিচের ছবি দেখ)

এছাড়া গ্রামাঞ্চলের এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নে বা এক বাজার থেকে অন্য বাজারে সংযোগকারী বা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলাচলের জন্য অনেক রাস্তা থাকে। এই ধরনের রাস্তায় সাধারণত মাঝারী গতি থেকে কম গতির (যেমন ঘন্টায় ৫০ থেকে ২০ কিলোমিটার) বিভিন্ন প্রকৃতির ভারী গাড়ি চলাচল করে।

এ রাস্তা প্রস্তু জেলা ও উপজেলা সড়কের চাইতে ও সরু হয়, অনেক সময় পাশে সোল্ডার/রাস্তার ধারণ থাকে না। বাইসাইকেল ও পথচারীর জন্য আলাদা কোন সুযোগ-সুবিধা থাকে না এবং গাড়ি, মানুষ সবই একসাথে চলাচল করে। কিছু রাস্তা খুবই আঁকাবাঁকা হয়। দুইপাশে অনেক সময় অনেক গাছপালা থাকে। তাই দূরের গাড়িকে অনেক সময়ই ঠিকমত দেখা যায় না। তাই এ রাস্তায়ও সাইকেল চালানো বা হাঁটার সময় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ রাস্তায়ও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। (নিচের ছবি দেখ)





শহরের/আরবান সড়ক

সড়ক বা রাস্তার আকার, প্রকৃতি ও ব্যবহার অনুসারে শহরের রাস্তাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১। প্রাইমারী বা প্রধান সড়ক
- ২। সেকেন্ডারী বা বড় সড়ক
- ৩। টারশিয়ারী বা মাঝারি সড়ক
- ৪। লোকাল রোড বা স্থানীয় সড়ক
- ৫। ড্রাইভওয়ে



প্রাইমারী বা প্রধান সড়ক :

শহরের প্রধান প্রধান সড়কসমূহকে সাধারণত প্রাইমারী বা প্রধান সড়ক বলে যেমন, এয়ারপোর্ট রোড, মিরপুর রোড ইত্যাদি। এই রাস্তাসমূহ অনেক বেশী চওড়া হয়ে থাকে। রাস্তার দু'পাশে পথচারীর চলাচলের জন্য ফুটপাথ থাকে। দুই দিকের গাড়ি আলাদা করার জন্য রাস্তার মাঝে মিডিয়ান বা ডিভাইডার থাকে। বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন/গাড়ি এই রাস্তায় চলাচল করে এবং সড়কে অনেক বেশি ভিড় থাকে। গাড়ির ভিড়ের কারণে এ রাস্তায় প্রায়ই ট্রাফিক জ্যাম তৈরী হয়। তাই এই রাস্তায় সাইকেল চালানো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক প্রাইমারী রোডে অযান্ত্রিক গাড়ি চালানো নিষেধ। এছাড়া এই রাস্তায় গাড়ি চলাচলের স্থান দিয়ে হাঁটা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। হাঁটার জন্য সবসময় দুইপাশের ফুটপাথ ব্যবহার করতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্থান (যেমন, জেব্রা ক্রসিং, ওভার ব্রীজ) দিয়ে পার হতে হবে।

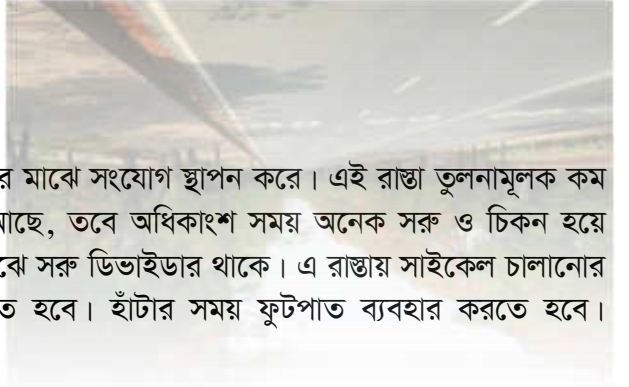
সেকেভারী রোডঃ

এই রোড প্রাইমারী রোডের চেয়ে কিছুটা কম প্রশস্ত হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য বিষয়াদি যেমন দুইপাশে ফুটপাথ, মাঝে ডিভাইডার ইত্যাদি অনেকটা একই রকম থাকে যেমন, সাতমসজিদ রোড, ইংলিশ রোড ইত্যাদি। এ রাস্তায়ও সাধারণত বিভিন্ন ধরনের গাড়ির অনেক ভিড় থাকে। তাই সাইকেল চালাতে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কোন অবস্থাতেই ফুটপাথ ছাড়া রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটা যাবে না এবং নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থান থেকে পার হওয়া যাবে না।



টারশিয়ারী রোড :

এ সড়ক সাধারণত সেকেভারী ও লোকাল রাস্তার মাঝে সংযোগ স্থাপন করে। এই রাস্তা তুলনামূলক কম প্রশস্ত হয়। এ রাস্তাতেও সাধারণত ফুটপাথ আছে, তবে অধিকাংশ সময় অনেক সরু ও চিকন হয়ে থাকে। কোন কোন টারশিয়ারী রোডে মাঝে মাঝে সরু ডিভাইডার থাকে। এ রাস্তায় সাইকেল চালানোর সময় অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হাঁটার সময় ফুটপাথ ব্যবহার করতে হবে। (নিচের ছবি দেখ)





লোকাল রোড :

অনেক সময় একে গলির রাস্তাও বলে। অনেক লোকাল গাড়ি, রিকশা ও অটোরিকশা এই রাস্তায় চলাচল করে। এই রাস্তা অনেক আঁকাবাঁকা হয়। এই রাস্তার দুপাশে অনেক বাড়িঘর ও দোকানপাট থাকে এবং অনেক সময় বাচ্চারা ছোট্টাছোট্টি বা খেলা করে। দুই পাশের বাড়ি, শপিংমল, বড় কারখানা এর সাথে সংযোগ পেতে থাকে। এছাড়া এ রাস্তায় হাঁটার জন্য আলাদা কোন ফুটপাথও থাকে না। তাই এই রাস্তায় সাইকেল চালানোর এবং হাঁটার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। (পাশের ছবি দেখ)

ড্রাইভওয়েঃ

রাস্তার সাথে রাস্তার পাশের বিল্ডিং বা মিল-কারখানার সংযোগকারী ছোট রাস্তাকে ড্রাইভওয়ে বলে। ড্রাইভওয়ে দিয়ে সাধারণত গাড়ি মূল রাস্তায় প্রবেশ করে। তবে অনেক সময় ড্রাইভওয়ে দিয়ে গাড়ি হঠাৎ করে বের হয় এবং মূল রাস্তায় ওঠে যা বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হয়। এছাড়া ড্রাইভওয়ের কারণে অনেক সময় রাস্তার ফুটপাথ কাঁটা পরে বা ফুটপাথের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ফলে পথচারীকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।



শহর ও গ্রামের রাস্তার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য/পার্থক্য :

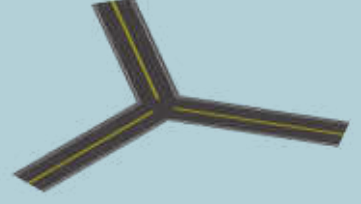
শহরের রাস্তা		গ্রামের রাস্তা	
১।	রাস্তার দুপাশে ছোট-বড় অনেক বিল্ডিং থাকে। যেখান থেকে মানুষ রাস্তায় বের হয়।	১।	রাস্তার দু-পাশে গাছপালা, নিচু মাঠ, বিল, খাল থাকে। রাস্তা সাধারণ উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে তৈরী হয়।
২।	অনেক ধরণের ও অনেক বেশি গাড়ি থাকে।	২।	সাধারণত গাড়ি কম থাকে কিন্তু গতি অনেক দ্রুত হয়।
৩।	পথচারীর হাঁটার জন্য আলাদা ফুটপাথ থাকে।	৩।	সাধারণত আলাদা ফুটপাথ থাকে না, তবে রাস্তার পাশে সোল্ডার বা পায়ে চলার পথ থাকে।
৪।	পথচারী পারাপারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে।	৪।	সাধারণত তেমন কোন নির্ধারিত স্থান থাকে না।
৫।	অনেক বেশি ট্রাফিক সাইন, মার্কিং এবং জাংশনে সিগন্যাল বা পুলিশ থাকে।	৫।	ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং থাকে, তবে শহরের রাস্তার মতো এত বেশি নয়।
৬।	একটু পর পর জাংশন বা সংযোগ রাস্তা থাকে।	৬।	সংযোগ-স্থলের পরিমাণ তুলনামূলক কম। তবে রাস্তায় অনেক বাঁক থাকে।



এসো রাস্তা চিনি

জাংশন (Intersection) :

একাধিক রাস্তা যেখানে মিলিত হয় তাকে জাংশন বলে। জাংশনে গাড়ি ডানে-বায়ে মোড় নেয়। একদিকের গাড়ি অন্যদিকের গাড়িকে ক্রস/অতিক্রম করে। তাই জাংশনে সবসময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিত অন্য স্থান দিয়ে হাঁটা যাবে না। পারাপারের সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পার হতে হবে। জাংশন কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। পাশের এবং নিচের ছবিতে কয়েকটি বিশেষ প্রকারের জাংশন দেখানো হল।



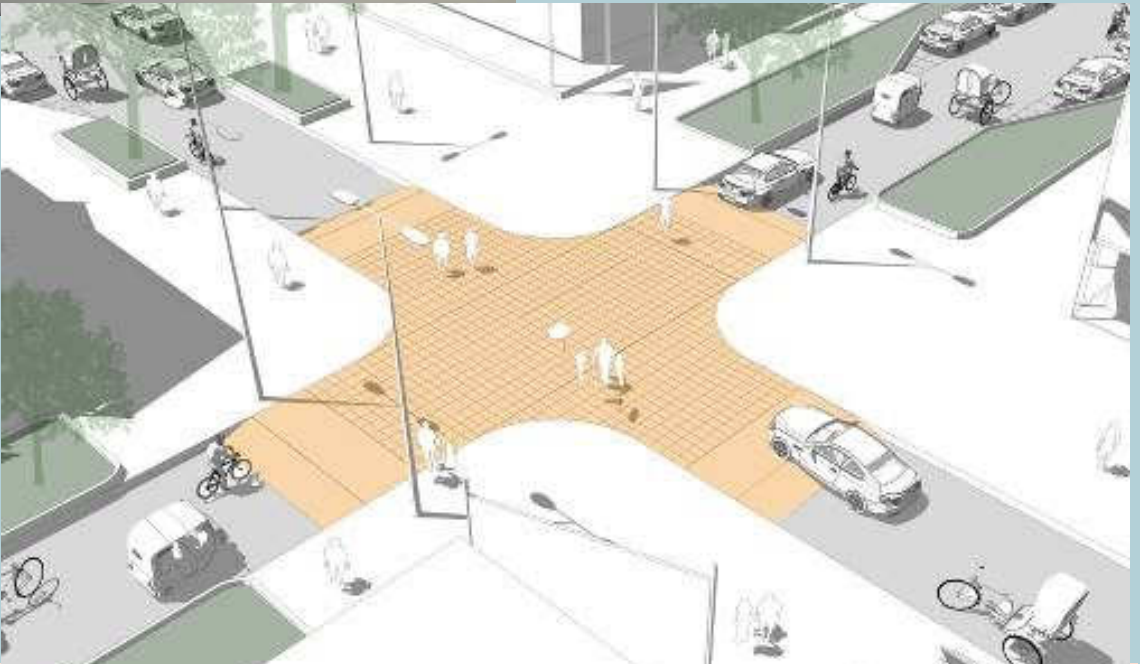
তিন রাস্তার সংযোগ (দেখতে ইংরেজী Y অক্ষরের মত)

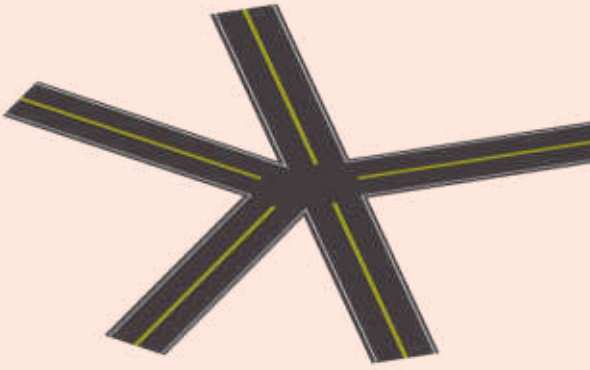


তিন রাস্তার সংযোগ (দেখতে ইংরেজী T অক্ষরের মত)

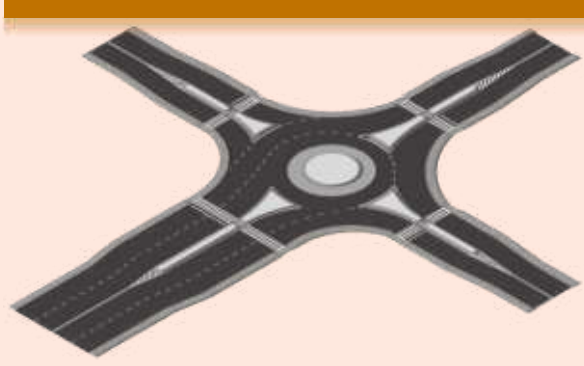
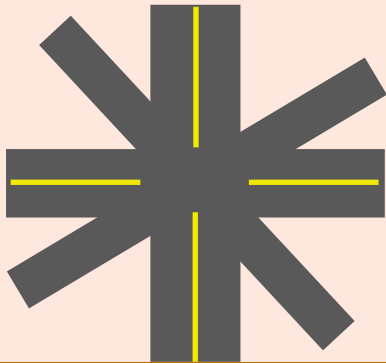


চার রাস্তার সংযোগ

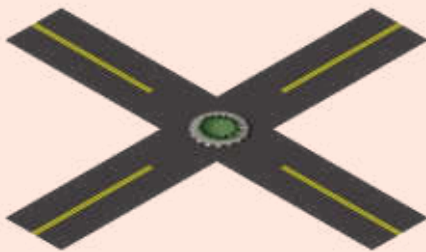




পাঁচ বা অধিক রাস্তার সংযোগ



গোল চত্বর



ছোট গোল চত্বর



U- লুপ

ফুটপাথ (Footpath) :

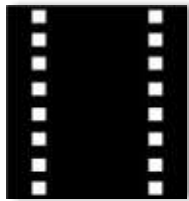
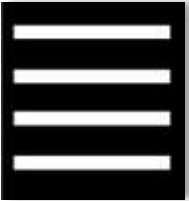
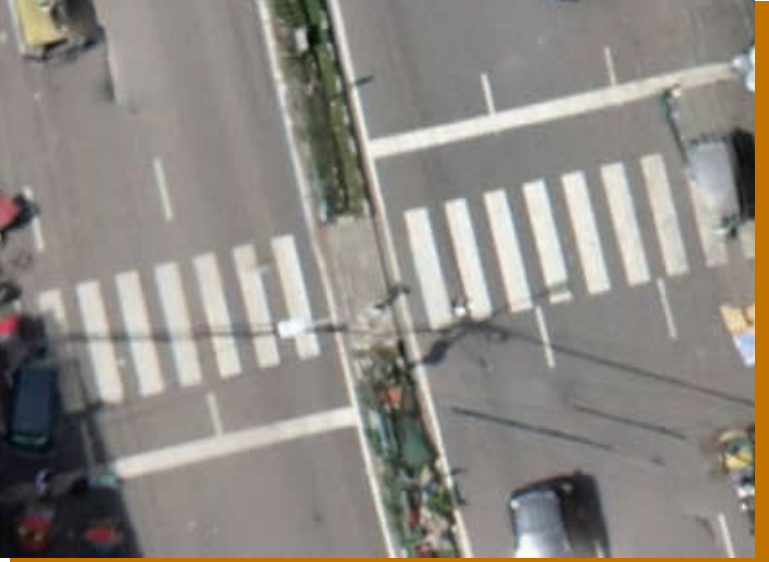
রাস্তার ধার বা পাশ দিয়ে রাস্তা বরাবর একটু উঁচু যে পায়ে হাঁটার অংশ থাকে তাকে ফুটপাথ বলে। ফুটপাথ গাড়ি চলাচলের অংশ থেকে কিছুটা উঁচু হয়ে থাকে যেন গাড়ি এ অংশে উঠতে না পারে এবং পথচারীকে আঘাত করতে না পারে। রাস্তায় হাঁটার সময় অবশ্যই ফুটপাথ ব্যবহার করতে হবে।

ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার পাশের কিনার বা ধার দিয়ে হাঁটবে। যে পাশ দিয়ে হাঁটলে সামনের দিক থেকে আগত গাড়িকে সহজে দেখা যায় (অর্থাৎ আমাদের দেশের জন্য রাস্তার ডান পাশ) সে পাশ দিয়ে হাঁটা বেশি নিরাপদ। তাই ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান পাশের কিনার দিয়ে হাঁটবে।



জেব্রাক্রসিং (Zebra-crossing) :

রাস্তার কোনো নির্দিষ্ট স্থানে রাস্তার উপরিভাগের (সারফেসে) উপর এ পার থেকে ওপার পর্যন্ত যে সাদা-কালো দাগ দেওয়া হয়ে থাকে তাকে জেব্রাক্রসিং বলে (নিচের ছবি দেখ)। জেব্রার শরীরের সাদাকালো দাগের সাথে মিল থাকায় একে জেব্রাক্রসিং বলে। এই স্থান রাস্তা পারাপারের জন্য নির্ধারিত স্থান। রাস্তা পারাপারের জন্য মূলত ফুটপাথে দাঁড়াবে এবং জেব্রাক্রসিং-এর পূর্বে গাড়ি সম্পূর্ণ দাঁড়ালে বা থামলে তবেই রাস্তা পার হবে।



(জেব্রা ক্রসিং)

(সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত ক্রসিং)

পথচারী পারাপার/ক্রসিং



পথচারী রিফিউজ (Pedestrian Refuge) :

রাস্তা পারাপারের সময় মিডিয়ানের উপর পথচারীর দাঁড়ানোর স্থানকে পথচারী রিফিউজ বলে। বহু লেন বিশিষ্ট চওড়া রাস্তা একেবারে পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই পারাপারের নির্দিষ্ট স্থানে মিডিয়ান কিছুটা নিচু ও চওড়া থাকে যেন পথচারী নিরাপদে দাঁড়াতে পারে। ফলে পথচারীকে একেবারে সম্পূর্ণ রাস্তা পার হতে হয় না। প্রথমে রাস্তার অর্ধেক পার হয়, রিফিউজে অপেক্ষা করে এবং পরবর্তীতে ফাঁকা দেখে বা পারাপারের সিগন্যাল পড়লে অন্য অংশ পার হয়। তবে রিফিউজ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পারাপারের স্থানেই থাকে। তাই সর্বদা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে।

রেলক্রসিং (Railcrossing) :

রাস্তার যে অংশের উপর দিয়ে রেল লাইন অতিক্রম করে তাকে রেলক্রসিং বলে। রেলক্রসিং অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থান। কারণ যে কোন সময় যে কোন দিক থেকে ট্রেন চলে আসতে পারে। তাই এর উভয় পাশে দুইটি গেট থাকে। গেটম্যান গেট বন্ধ করলে বা রেলের আসার শব্দ শুনলে অথবা সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে কোন অবস্থাতেই রেলক্রসিং অতিক্রম করা যাবে না।



ওভার পাস/আন্ডার পাস (Overpass/Underpass) :

পথচারী পারাপারের জন্য অনেক সময় রাস্তার উপর দিয়ে ব্রিজ অথবা মাটির নিচ দিয়ে রাস্তা থাকে। উপরের ব্রীজকে ফুটওভার ব্রীজ বা ওভার পাস এবং নিচের রাস্তা/টানেলকে আন্ডারপাস বলে। উঠানামার জন্য দুই প্রান্তে সিঁড়ি থাকে। কোথাও কোথাও এলিভেটর বা লিফ্ট থাকে। রাস্তা পারাপারের জন্য ফুটওভার ব্রীজ বা আন্ডারপাস অত্যন্ত নিরাপদ। তাই যদি কোথাও এর কোন একটি থাকে, তবে অবশ্যই এটা দিয়ে রাস্তা পার হবে।



ওভার পাস

আন্ডার পাস

ট্রাফিক সাইন (Traffic Sign) :

ট্রাফিক চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে, ফুটপাথের উপর এবং মিডিয়ানের উপর কিছু নির্দিষ্ট ধরনের সাইন ব্যবহার করা হয়, একে ট্রাফিক সাইন বলে।

ট্রাফিক সাইনের উদ্দেশ্যঃ

- ১। সতর্ক করা
- ২। দিক নির্দেশনা /পথ প্রদর্শন করা/পরিচালনা করা
- ৩। তথ্য প্রদান করা

ট্রাফিক সাইন সাধারণত তিন প্রকার হয়।

- ১। বাধ্যতামূলক সাইন (Mandatory sign)
- ২। সতর্কতামূলক সাইন (Warning sign)
- ৩। তথ্যমূলক সাইন (Informatory sign)

নিরাপদে রাস্তায় চলতে অবশ্যই ট্রাফিক সাইন মেনে চলতে হবে।

১। বাধ্যতামূলক সাইন (Mandatory sign)

এই সাইন গোল বা বৃত্তাকৃতির হয়। বাধ্যতামূলক সাইনসমূহ অমান্য করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।



সর্বোচ্চ গতিসীমা



ওভার টেকিং নিষেধ



বাম পাশ দিয়ে চলুন

২। সতর্কতামূলক সাইন (Warning sign)

এই সাইনগুলো ত্রিভুজাকৃতির এবং মাথা উপরের দিকে থাকে। নিজের ও অন্যান্য সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্য মেনে চলা উচিত।



সামনে বাঁক



পথচারী পারাপার



সামনে পথচারী পারাপার

৩। তথ্যমূলক সাইন (Informatory sign)

এই সাইন আয়তক্ষেত্রাকৃতির হয়। এই সাইন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে সড়ক ব্যবহারকারীদের স্বাচ্ছন্দে ও নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছতে সহায়তা করে।



পথ নির্দেশক সাইনের
চিত্র



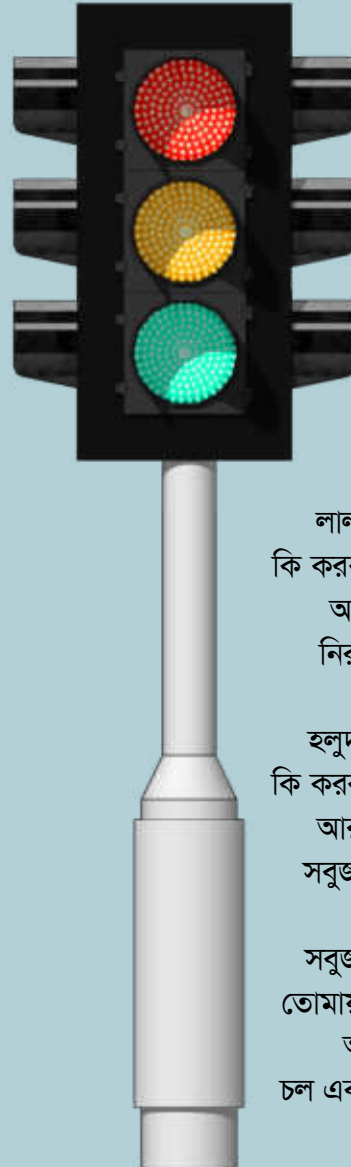
“পথ নির্দেশক তথ্যমূলক”
সাইনের চিত্র



“সাধারণ তথ্যমূলক”
সাইনের চিত্র

ট্রাফিক সিগন্যাল (Traffic Signal) :

ট্রাফিক (গাড়ি, পথচারী বা অন্যান্য) সড়ক ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাস্তায় যে লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি ব্যবহার করা হয় তাকে ট্রাফিক সিগন্যাল বলে। ট্রাফিক সিগন্যাল মান্য করা বাধ্যতামূলক (অবশ্যই মানতে হবে)। লাল ও হলুদ বাতি জ্বলে গেলে গাড়ি থামবে এবং সবুজ বাতি জ্বলে গেলে গাড়ি চলবে। এটাই নিয়ম। সকল চালককে এ নিয়ম মানতে হবে। বাতি নিয়ন্ত্রিত পথচারী পারাপারে পথচারীকেও এ নিয়ম মানতে হবে। অমান্য করলে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা নয়, বড় অংকের জরিমানাও হতে পারে।



লাল বাতি, লাল বাতি
কি করব তোমায় আমি দেখে?
অবশ্যই থেমে যাবে
নিরাপদ দূরত্ব রেখে।

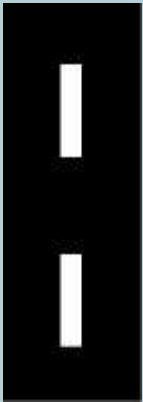
হলুদ বাতি, হলুদ বাতি
কি করব দেখব যখন তোমায়?
আর একটু থেমে থাক
সবুজ বাতির অপেক্ষায়।

সবুজ বাতি, সবুজ বাতি
তোমায় দেখে কি করব বল?
আর নয় অপেক্ষা
চল এবার, সোজা পথে চল।

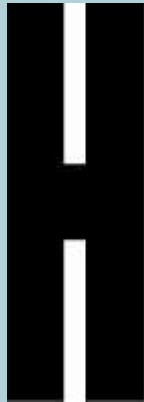


রাস্তার মার্কিং (Road Marking) :

বিভিন্ন তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে রাস্তার উপরে রং দিয়ে যে বিশেষ ধরনের মার্কিং বা দাগ দেওয়া হয় বা লেখা হয় তাকে রোড বা রাস্তার মার্কিং বলে। রোড মার্কিং-এর উদ্দেশ্যে চালক বা পথচারীকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে নিরাপদে সড়ক ব্যবহারে সহায়তা করা। মার্কিং সাধারণত সাদা রং-এর হয়। তবে কখনো কখনো নিষেধাজ্ঞা বোঝাতে যেমন-পার্কিং করা যাবে না, দাঁড়ানো যাবে না ইত্যাদি ক্ষেত্রে হলুদ রং-এর মার্কিং ব্যবহার করা হয়। (ছবি)



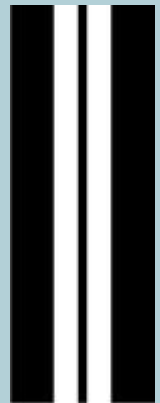
লেন রেখা



সাবধানে অতিক্রম
করা যেতে পারে
(সতর্কতামূলক রেখা)



অতিক্রম করা
যাবে না



সর্বোচ্চ নিষেধকারী
লাইন অতিক্রম করা
যাবে না



ট্রাফিক পুলিশ (Traffic Police) :

গাড়ি ও পথচারী নিয়ন্ত্রণ বা দিক নির্দেশনা দেয়া বা সহায়তা করা এবং রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে পুলিশ অফিসার কাজ করে তাকে ট্রাফিক পুলিশ বলে।

ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন ও রক্ষায় এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের সহায়তায় কাজ করেন। তাই সড়কে কোন সমস্যায় ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।





হাত ধরে ফুটপাত দিয়ে হাঁটবে

নিরাপদে রাস্তায় হাঁটার নিয়ম

- ১। তোমার বয়স যদি আট বছর বা তার চেয়ে কম হয় তবে অবশ্যই রাস্তায় বের হলে বড়দের অর্থাৎ অভিভাবকের হাত ধরে থাকবে। কোন অবস্থাতেই একা একা রাস্তায় বের হবে না।
- ২। রাস্তায় যদি ফুটপাত থাকে তবে অবশ্যই ফুটপাত দিয়ে হাঁটবে। ফুটপাথ ছেড়ে কখনই নিচ দিয়ে হাঁটবে না।
- ৩। ফুটপাত না থাকলে, রাস্তার ডান পাশের ধার/সোল্ডার/কিনার দিয়ে হাঁটবে। যেন তুমি তোমার দিকে আসা গাড়ি ঠিকমত দেখতে পার।
- ৪। একা হাঁটার তুলনায় কয়েকজন একসাথে হাঁটা বেশি নিরাপদ। কেননা গাড়ির ড্রাইভার তাহলে সহজে দেখতে পারে।

রাস্তায় হাঁটার সময় অবশ্যই চারপাশে ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তার সাইন, মার্কিং দেখে হাঁটতে হবে। অনেক সময় ফুটপাতে বা রাস্তার পাশে গাছ, খুঁটি বা উঁচুনিচু গর্ত থাকতে পারে। সেগুলো দেখে সতর্কতার সাথে হাঁটতে হবে।



ফুটপাথ না থাকলে, রাস্তার ডান পাশের ধার/
সোল্ডার/কিনার দিয়ে হাঁটবে



কখনই রাস্তায় দেড় দিবে না

নিরাপদে রাস্তা পারাপারের নিয়ম

রাস্তা পারাপার সবসময়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সারা পৃথিবীতে যত শিশু সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয় তার অর্ধেকের বেশি হয় রাস্তা পারাপারের সময়। কারণ রাস্তা পার হওয়ার সঠিক নিয়ম মেনে চলে না। এমনকি রাস্তা পার হওয়ার জন্য সঠিক/নিরাপদ স্থানও নির্ধারণ করে না। নিরাপদ স্থান দিয়ে রাস্তা পার না হয়ে যত্রতত্র রাস্তা পার হয়।

তাই নিরাপদে রাস্তা পার হতে আমাদের রাস্তা পারাপারের সঠিক স্থানসমূহ চিনতে হবে এবং নিয়ম মেনে রাস্তা পার হতে হবে।

রাস্তা পার হওয়ার নিরাপদ স্থানসমূহ

- ১। ফুটওভার ব্রিজ বা আন্ডার পাস
- ২। জেব্রাক্রসিং
- ৩। বাতি নিয়ন্ত্রিত (সিগন্যালাইজড) পথচারী পারাপার



জেব্রাক্রসিং

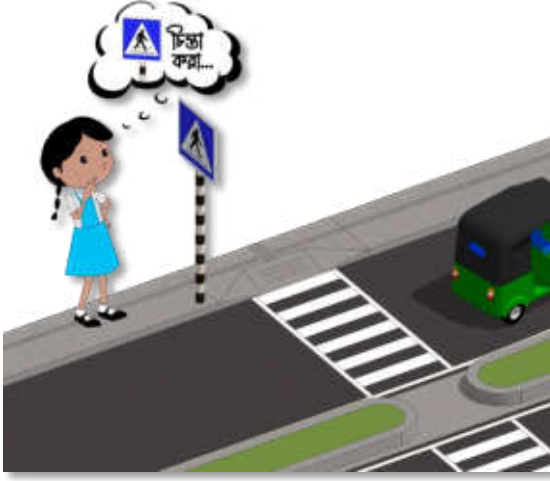
ঐগুলোর কোনটি যদি আশেপাশে না থাকে, যেমন গ্রামীণ সড়কে, তবে সোজা রাস্তায় যেখান থেকে অনেক দূরের গাড়ি সহজে দেখা যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে (স্টার ক্রসিং কোড) **৬ ধাপে** পার হওয়ার নীতি মেনে রাস্তা পার হবে।

রাস্তা পার হওয়ার নিরাপদ স্থান:
জেরাক্রসিং



এবার এসো নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার ৬টি ধাপ (Step) জেনে নেই-

১. চিন্তা কর (Think) :



-রাস্তা পার হওয়ার নিরাপদ স্থান কোনটি

-কোথায় দাঁড়ালে আমি সকল গাড়ি সহজে দেখতে পারি

-আমাকে কি সকলে দেখতে পারে? অর্থাৎ আমি কি এমন স্থানে দাঁড়িয়েছি যেখানে পার্ক করা গাড়ি বা অন্য কিছুর কারণে অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে/ঢাকা পড়ে আছি।

২. থামো/দাঁড়াও (Stop) :

-সেই স্থানের রাস্তার পাশে বা ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়াবে, যে স্থানকে পারাপারের জন্য ঠিক করা হয়েছে/নিরাপদ মনে হয়েছে।



৩. দেখো এবং শোনো (See & Listen) :

-ডানে বামে দু পাশেই কয়েকবার তাকাও এবং শোনার চেষ্টা করো

-নিশ্চিত হও কোনো গাড়ি আসছে কিনা।



8. অপেক্ষা কর (Wait) :

-সকল গাড়ি চলে যাওয়া এবং রাস্তা সম্পূর্ণ
ফাঁকা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।



গার হস্ত

৫. পার হও (Cross) :

-রাস্তা ফাঁকা হলে
(সোজাসুজি) রাস্তা পার
হবে।



৬. দেখতে ও শুনতে থাক (Keep Seeing & Listening) :

-ডানে বাঁয়ে দেখতে থাকবে
সবসময় সতর্ক থাকবে
যতক্ষণ না রাস্তা পার হওয়া
সম্পন্ন হয়



"ভেবে চিন্তে, সঠিক স্থান দেখে
রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে
দেখেন, অপেক্ষা করে,
মনোযোগ রেখে সোজা পার হও,
দুই পাশে মাথা নাড়িয়ে"

তোমার বয়স যদি আট বছর বা তার চেয়ে কম হয় তবে
অবশ্যই রাস্তায় বের হলে বড়দের হাত ধরে থাকবে

যেসব স্থানে রাস্তা পার হবে না

- বাঁকের মধ্যে
- ব্যস্ত রাস্তায় এবং দ্রুতগতির রাস্তায়
- রাস্তায় মিডিয়ান বা বেড়া থাকলে তার ফাঁক-ফোকর
বা উপর দিয়ে
- পার্কিং এর স্থানে যেখান থেকে অন্য গাড়ি দেখতে
অসুবিধা হয় বা অন্যরা তোমাকে দেখতে পারে না।



পথচারী পারাপার চিহ্ন (রোড সাইন এবং মার্কিং)

এখানে পথচারী পারাপার আছে
নির্দেশকারী সাইন

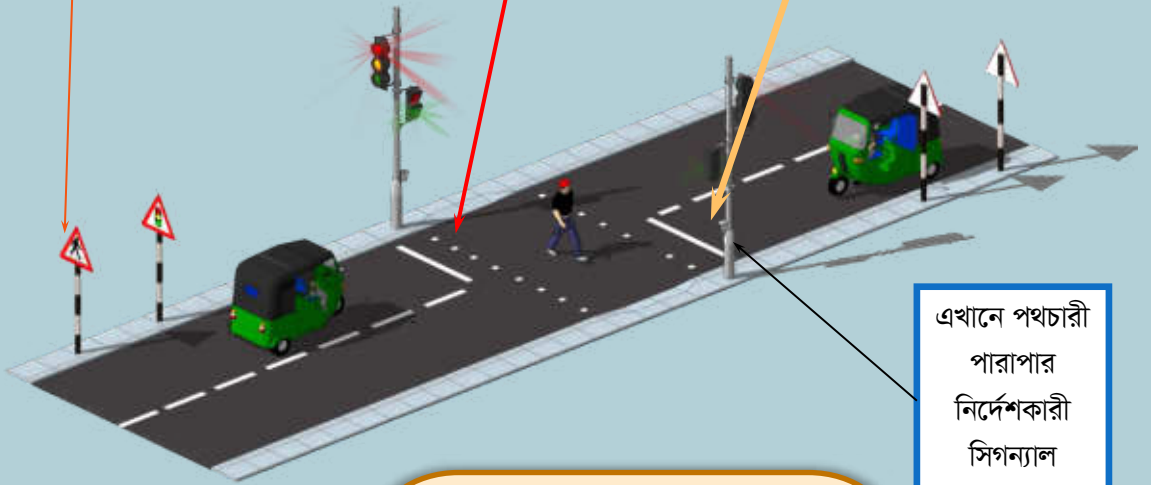


জেব্রাক্রসিং পথচারী পারাপার

থামুন এবং পথ দিন
নির্দেশকারী মার্কিং

সামনে পথচারী
পারাপার আছে
নির্দেশকারী
সাইন

পথচারী পারাপার নির্দেশকারী
মার্কিং



এখানে পথচারী
পারাপার
নির্দেশকারী
সিগন্যাল

বাতি নিয়ন্ত্রিত পথচারী পারাপার

তোমাকে দেখতে পারা (Keep visible)

নিরাপদে রাস্তা চলার সময় একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হচ্ছে তোমাকে দেখতে পায়। গাড়ির চালক যদি তোমাকে দেখতে না পায় তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তুমি যেহেতু এখনও অনেক ছোট তাই যখন রাস্তায় হাঁটবে বা সাইকেল চালাবে, তোমাকে দেখতে বা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে বিশেষত, রাতের বেলা। চালক ঠিকমত পথচারীকে বা সাইকেল আরোহীকে দেখতে না পারার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। কিভাবে দৃশ্যমান হব :

উজ্জ্বল কাপড় পরিধান : উজ্জ্বল রং-এর পোশাক পরিধান করা। হলুদ, কমলা বা সাদা রং-এর পোশাক রাতের বেলায় বেশি দৃশ্যমান।

এমনকি এই রং-এর বেল্ট বা এপ্রোন (Vest) অনেক উপকারী

রিফ্লেক্টর (প্রতিফলক) ব্যবহার :

কাপড়ে বা সাইকেলে রিফ্লেক্টর ব্যবহার করা। রিফ্লেক্টর আলো প্রতিফলিত করে অন্যদের কাছে তোমাকে দৃশ্যমান করে তুলবে।

সাইকেল চালানোর সময় সেফটি ভেস্ট (Safety Vest) পরিধান করা।

রঙিন বাইসাইকেল হেলমেট পরিধান করা।



সেফটি ভেস্ট পরিধান করে নিজেকে দৃশ্যমান করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়

সাইকেল চালনার সময় সেফটি ভেস্ট পরিধান করা অত্যন্ত জরুরী। বাজারে অনেক ধরনের সেফটি ভেস্ট পাওয়া যায়। যদি সেফটি ভেস্ট না থাকে তবে অতি সহজে আমরা একটি বিকল্প সেফটি ভেস্ট বাসাতেই বানাতে পারি। একটি বড় হলুদ রং-এর পলিথিন ব্যাগ নাও। নিচ দিয়ে মাথার মাপে গোল করে কেটে নাও এবং দু-পাশ দিয়ে হাতের বাহুর জন্য কেটে নাও। এটাকে এখন উল্টিয়ে পরিধান কর। এখন এটি একটি হলুদ রং-এর টি শার্ট-এ পরিণত হয়ে গেল এবং একটি সেফটি ভেস্ট হিসেবে কাজ করবে।



যদি কারো শারীরিক দুর্বলতা থাকে, হাঁটতে পারে তবে দৌঁড়াতে পারে না, বা হাঁটতে কোন কিছু সাহায্য প্রয়োজন হয়। তবে তার জন্য উচিত হবে রাস্তা পারাপারের সময় হাতে একটি উজ্জ্বল/রঙিন (কালারফুল) লাঠি (stick) রাখা। এটা হাঁটার সুবিধার্থে নয়, বরং চালকের কাছে তোমাকে অধিক দৃশ্যমান করবে এবং চালক অধিক সতর্ক হবে।

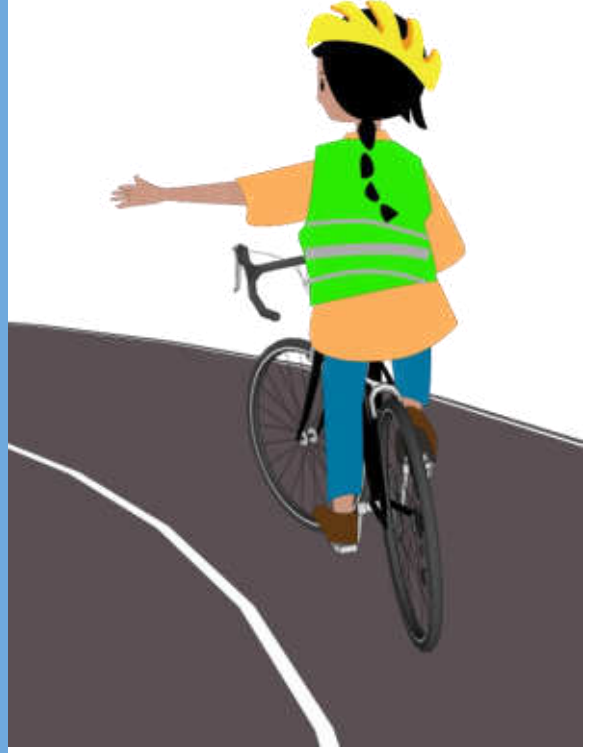
নিরাপদে সাইকেল চালানো

রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বের হওয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। তুমি কি রাস্তায় সাইকেল চালানোর মত যথেষ্ট দক্ষ। আচ্ছা নিচের বিষয়সমূহ একটু যাচাই করো দেখি।

- কমপক্ষে ১০ মিটার, (প্রায় ৩২ ফুট বা ২১ হাত) সোজা এদিক-সেদিক না বেঁকে চালাতে পার।
- ডানে বামে না পরে গিয়ে হঠাৎ থামাতে পার।
- যে কোনো সময় থামতে বললে থামতে পার এবং আসা-যাওয়ার সময় ডানে বা বায়ে পড়ে না যাও
- এক হাতে চলন্ত অবস্থায় সিগন্যাল দিতে পার।
- মাথা ঘুরিয়ে পিছনে দেখতে পার এবং সহজে ডানে-বামে টার্ন নিতে পার বা সাইকেল ঘুরাতে পার।

সাইকেল নিয়ে বের হওয়ার পূর্বে অবশ্যই যা দেখে নিবে :

- সাইকেলটি সহজে দূর থেকে দেখা যায় অর্থাৎ সাইকেলটি সহজে দৃশ্যমান। এজন্য হলুদ, কমলা বা সাদা রং-এর সাইকেল হলে ভাল হয়।
- সাইকেলের স্পোকে, প্যাডেলে এবং সামনে-পিছনে রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলক লাগানো আছে।
- দুইটা ব্রেকই ভাল আছে এবং সঠিকভাবে কাজ করছে
- বেল বা রিং সঠিকভাবে বাজে।
- বসার সিটটি সঠিক উচ্চতায় আছে যে যাতে সিটে বসেই তুমি পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করতে পার।
- টায়ার ২টি ভাল আছে এবং তাতে যথেষ্ট হাওয়া আছে।



সাইকেল মাত্র দুই চাকার উপর চলে, যে কোন সময় ডানে বামে পড়ে যেতে পার। এছাড়া, সাইকেলের চারদিক খোলা এবং কোন ধরনের প্রটেকশন/সাপোর্ট নেই যা তোমাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবে। তাই সাইকেল খুব বেশি নিরাপদ যানবাহন নয়। সুতরাং সাইকেল চালানোর সময়/চড়ার সময় সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।



সাইকেল চালনার সময় :

যা যা অবশ্যই করবে	যা করবে না
১। হেলমেট পরিধান করা: সাইকেল চালনার সময় অবশ্যই হেলমেট পরিধান করবে। সাইকেল কেনার সময় সাইকেলের সাথে হেলমেটও ক্রয় করবে। হেলমেট যে কোন দুর্ঘটনায় তোমার মাথাকে আঘাত থেকে সুরক্ষা দিবে।	১। ডানে বা বামে না দেখে রাস্তা পার বা মোড় নিবে না।
২। রাস্তায় প্রবেশের পূর্বে বা ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই থামবে এবং দেখে নিবে কোন গাড়ি আছে কিনা। রাস্তা ফাঁকা হলে তবেই রাস্তায় প্রবেশ করবে।	২। দ্রুতগতির রাস্তায় বা অনেক গাড়ি আছে এমন রাস্তায় যাবে না।
৩। রাস্তার বাম পাশ ঘেঁষে সাইকেল চালাবে। কখনো রাস্তার মাঝে বা ডান পাশ দিয়ে চালাবে না।	৩। রাস্তায় যে কারো সাথে বা অন্য বন্ধুর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।
৪। সর্বদা ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং মেনে চলবে।	৪। হাত ছেড়ে সাইকেল চালাবে না।
৫। ডানে বা বায়ে ঘুরার পূর্বে অবশ্যই মাথা ঘুরিয়ে পিছনে দেখে নিবে। হাত উঠিয়ে সিগন্যাল দিবে, রাস্তা ফাঁকা হলে টার্ন নিবে।	৫। অসতর্কতার সাথে সাইকেল চালাবে না। যখন তুমি রাস্তায় থাক তখন সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখবে শুধু বড় দুর্ঘটনা নয় ছোটখাট দুর্ঘটনায়ও বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে, যেমন: হাত ভেঙে যেতে পারে, মারাত্মক যখম বা কেটে যেতে পারে।



যাত্রী হিসেবে সতর্কতা

রিকশা

রিকশার সামনের অংশ খোলা থাকে, এ ছাড়া রিকশা একটি হালকা যানবাহন। রিকশার কোন যাত্রী ছোট্ট ধাক্কাতেই রিকশা থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই রিকশায় যখন বসবে তখন অবশ্যই দুহাত দিয়ে দু-পাশ শক্ত করে ধরে রাখবে। খেয়াল রাখবে তোমার কাপড়ের কোন অংশ (যেমন ওড়না) বাইরে বুলে না থাকে। যতক্ষণ রিকশায় থাকবে, খুব সতর্ক থাকতে হবে। রিকশা নিয়ে উচ্চ গতিসম্পন্ন সড়কে বা হাইওয়েতে যাওয়া যাবে না।



বাস

বাস অন্য যে কোন যানবাহনের তুলনায় শিশুদের জন্য নিরাপদ যানবাহন। বাস চারিদিক থেকে আবদ্ধ থাকায় দুর্ঘটনা হলেও ভিতরের যাত্রীদের ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। তবে বাসে উঠা বা নামার সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাই বাসে উঠা বা নামার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়।

- বাস নির্দিষ্ট স্থানে সম্পূর্ণ থামার পর তবেই বাস থেকে নামবে বা উঠবে। কখনই চলন্ত বাসে উঠবে না বা চলন্ত বাস থেকে নামবে না।
- ডান হাত দিয়ে বাসের হ্যান্ডেল ধরে ডান পা দিয়ে বাসে উঠবে।

- বাসে উঠে নির্দিষ্ট সিটে বসে বসবে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভিড় করবে না। কখনো চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে থাকবে না।
- চলন্ত বাসের দরজা খোলা রাখা যাবে না। তাই বাস ছাড়ার পূর্বেই বাসের দরজা বন্ধ করতে বলতে হবে।
- বাস ধরার জন্য রাস্তা পার হওয়ার প্রয়োজন হলে সতর্কতার সাথে পার হতে হবে। তাড়াহুড়ু করা যাবে না। পার হওয়ার জন্য পূর্বের বর্ণিত নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে।



বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার প্রয়োজন হলে অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত, দাড়ান গাড়ির পিছন দিয়ে পার হতে হলে অবশ্যই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ দাড়ান গাড়ির কারণে তুমি অন্য গাড়ী দেখতে নাও পার বা অন্য গাড়ীর ড্রাইভার তোমাকে নাও দেখতে পারে।

কখনই চলন্ত বাসে উঠতে যাবেনা



প্রাইভেট কার

মনে কর কোন একটি গাড়ি ৫০ কি: মি: বেগে চলছে। গাড়িটি কোন কারনে দুর্ঘটনায় পড়লে কোন কিছুতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে, কিছুটা দুমড়ে-মুচড়ে হঠাৎ করে থেমে যাবে। গাড়ির ভিতরে যা বা যারা থাকবে তারাও কিন্তু ৫০ কি: মি: বেগে সামনে যেতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুর সাথে ধাক্কা না লাগবে এবং তার কারনে না থামবে। এটা হতে পারে গাড়ির ড্যাসবোর্ড, সামনের বা পাশের জানালায় বা সামনের সিটে। এই ধাক্কা থেকে যে জিনিসটি আমাদের রক্ষা করতে পারে, তা হল সিট বেল্ট। তাই সীট বেল্ট পরা অত্যন্ত জরুরী। যা বড় দুর্ঘটনায় আমাদের জীবন বাঁচাতে পারে।

প্রাইভেট কারে অবশ্যই প্রত্যেকে সিট বেল্ট পরিধান করতে হবে। কারণ এটি ছিটকে যাওয়া যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

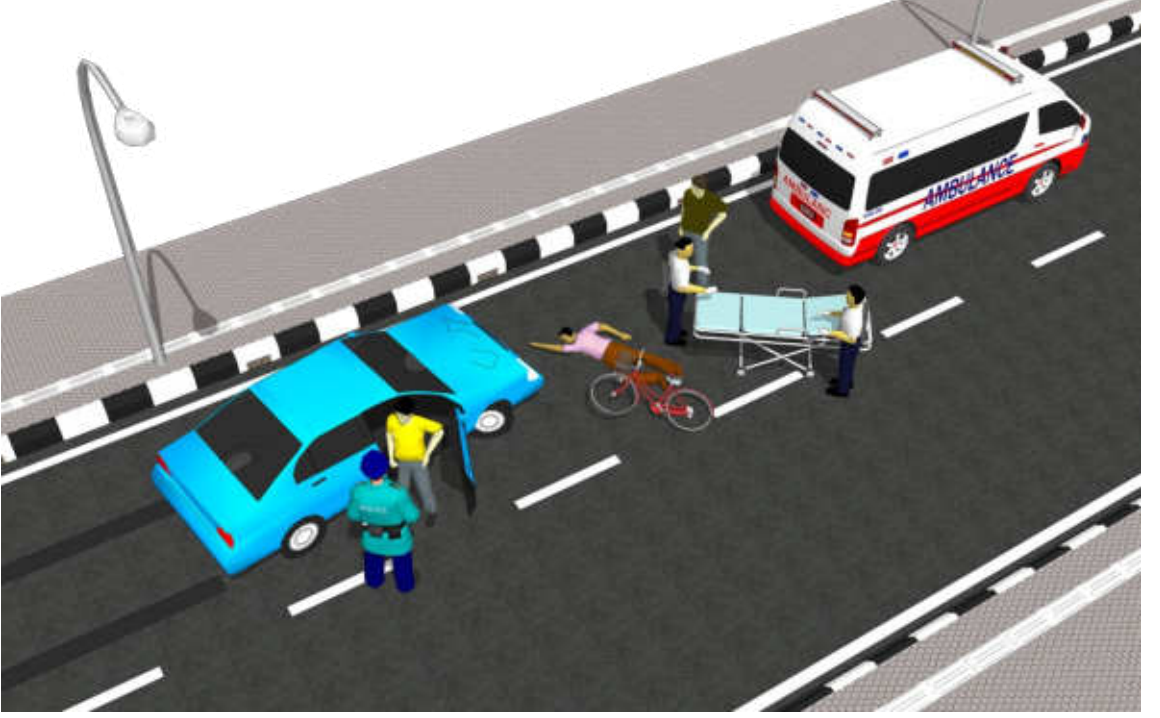




শিশুরা প্রাইভেট কারের সামনের সিটে বসবে না। দুর্ঘটনার সময় সামনের অংশে ধাক্কা বেশি লাগে। আর সামনে যেহেতু আর কোন সিট থাকে না, তাই দুর্ঘটনার সময় শক্ত ড্যাসবোর্ড বা উইন্ডসিল্ডে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

ছোট শিশুদের জন্য বেবি সিটের ব্যবস্থা করতে হবে। বেবি/চাইল্ড সিট পিছনের সিটের সিটবেল্ট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। এবং শিশুকে বেবি সীটে বসিয়ে সঠিকভাবে তার সীটবেল্ট বেঁধে দিতে হবে।

কখনই ছোট শিশুকে কোলের উপর নিয়ে বসা যাবে না। বিশেষত সামনের সিটে বসে। দুর্ঘটনার সময় প্রথমে শিশু সামনের দিকে ছিটকে যেয়ে ড্যাসবোর্ডে আঘাত করবে, এবং পরবর্তীতে যার কোলে ছিল সে সামনের দিকে পরে যেয়ে শিশুকে দ্বিতীয়বার পিছন থেকে আঘাত করবে।



দুর্ঘটনা ঘটতে দেখলে কি করণীয় :

দুর্ঘটনা ঘটতে দেখলে আতংকিত হওয়া যাবে না। মাথা ঠাড়া রেখে পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যায় তা চিন্তা করতে হবে।

প্রথমে ইমার্জেন্সি নম্বরে (৯৯৯-এ) কল দিতে হবে। যদি নিজের কাছে মোবাইল থাকে, বা অন্যকে অনুরোধ করে হলেও অতি দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করবে।

জটলা নিয়ন্ত্রন :

দুর্ঘটনার স্থানে সাধারণত বড় ধরনের জটলা সৃষ্টি হয় যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আরো কষ্ট হতে পারে, এমনকি দায়িত্বরত ব্যক্তিরাও ঘটনাস্থলে ঢুকতে সমস্যায় পড়ে। তাই দুর্ঘটনার পর জটলা নিয়ন্ত্রন করা জরুরি। সাধারণ মানুষদের দূরে রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহজে ভিতরে ঢুকানো করা দিতে হবে।

ট্রাফিক/গাড়ি নিয়ন্ত্রন :

দুর্ঘটনার পরে অনেক সময় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে সাহায্যকারী তথা বাইস্টিয়াডারের ব্যবস্থা করে দুর্ঘটনা স্থলের কমপক্ষে ২০০ মি. পূর্ব থেকে আগত ট্রাফিক বা গাড়িকে সতর্ক করতে হয়। হাতে ট্রাফিক সাইন বা যে কোন সতর্ককারী ফ্ল্যাগ বা কাপড় নিয়ে দুই পাশের ট্রাফিককে সতর্ক করে এবং তারা যেন পাশ দিয়ে সহজে চলে যেতে পারে তার জন্য নির্দেশনা দিতে হয় যতক্ষন না ট্রাফিক পুলিশ বা হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে না পৌঁছায়।

জখম/আক্রান্ত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা :

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত বা জখম ব্যক্তিদের স্থানান্তরের চেষ্টা বা টানা হেঁচড়া করে বের করার চেষ্টা করবে না। জখম ব্যক্তিকে নাড়াচাড়ার ফলে অনেক সময় আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বিশেষত মেরুদণ্ডে বা হাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরতেই হয়, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে আঘাতপ্রাপ্ত সকল স্থান সঠিকভাবে ধরা হয়েছে এবং অন্যস্থান নাড়ানোর বা স্থানান্তরের সময় সেই স্থানে আবার আঘাত না লাগে বা নড়াচড়া না করে।

আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা কর হয়। যদি প্রয়োজন হয়, তবে বাতাস প্রবাহের স্থান (শ্বাসতন্ত্র) পরিষ্কার করতে হবে। হতে পারে মুখের ভিতর ভাঙা দাঁত বা কফ বা বমি জমে থাকতে পারে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস নিতে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। এ অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাথা একপাশে ঘুরিয়ে নিতে হয় এবং মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দিতে হয়। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ভিতরে কিছু পুশ (চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া) না করা হয়।



ভারি কিছুতে যদি হাত বা পা চাপা পরে থাকে, তবে টেনে বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে চাপা পরা ব্যক্তির বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি হঠাৎ চাপ সরে যাওয়ার কারণে হঠাৎ রক্তপ্রবাহ বেড়ে রোগী মারাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্যারামেডিকেল টিম বা প্রশাসনের লোকদের আসার অপেক্ষা করতে হবে।

রক্ত থামান :

আঘাত যদি ছোট কাটা বা খেঁতলান হয় তবে হাত দিয়ে বা ছোট কাপড়ের টুকরা চেপে ধরে রাখতে হবে, যতক্ষণ না রক্ত বের হওয়া বন্ধ হয়। যদি এটি বড় ধরনের কাটা বা জখম হয়, তবে একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে হালকা করে পঁচিয়ে দিতে হবে এবং বাহুটিকে কিছুটা উঁচু করে ধরতে হয় যাতে রক্তের চাপটা কিছুটা কমে।

ময়লা ও জীবাণুমুক্ত করার জন্য :

ছোট কাটা স্থান হালকা সাবান পানি বা জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়।

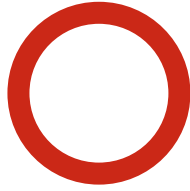
ব্যথার স্থানে বরফ দেওয়া যেতে পারে, এটা ফুলা কমাতেও সাহায্য করে। তবে মালিশ বা ম্যাসেজ করা যাবে না।

তৎক্ষণাত কোন কিছু খেতে বা পান করতে দিতে হয় না, কেননা এটা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বমির কারণ হতে পারে এবং তাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে।

যদি প্রয়োজন হয়, রোগীকে হাসপাতালে নিতে সাহায্য করতে হবে।

যদি সম্ভব হয় রোগীর আত্মীয়স্বজনকে ফোন দিয়ে খবর দিতে হবে যেন তারা রোগীর দেখাশুনা করতে পারে এবং তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে।

অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে হবে বা ডাক্তারের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিতে হবে।



বইটি প্রকাশের ব্যাপারে মূল্যবান অবদান রাখার জন্য

বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি:

এআরআই এর সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ডিটিসিএ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ



শিশুদের সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার প্রত্যয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর সার্বিক সহযোগিতায় ও উদ্যোগে দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'এসো নিরাপদে পথ চলি' নামের এই পুস্তকটি প্রনয়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনা রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর আওতাধীন একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি দুর্ঘটনা সম্পর্কিত গবেষণা, অনুসন্ধান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনাবৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিশুদের সড়ক নিরাপত্তায় ডিটিসিএ ও এআরআই -এর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করবে এবং কিছুটা হলেও সড়ক নিরাপত্তায় সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।



Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA)
Road Transport and Highways Division
Ministry of Road Transport and Bridges
Government of the People's Republic of Bangladesh

Accident Research Institute (ARI)
Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
Dhaka 1000, Bangladesh